49

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...3.0 OCT 1994...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ধারাবাহিক ■ ৬

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥ বাস্তবায়নের অন্তরায়

আবদুল আজিজ চৌধুরী

জেলা পর্যায়ের মোট ক্যাডার পদের তিন-চতুর্থাংশ পদ এবং পিটিআই-এর অর্ধেকের বেশি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য থাকার ফলে সামগ্রিকভাবে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন এক মারাত্মক হুমকির বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। কেননা বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

এ জন্যে পদোন্নতির মাধ্যমে সকল শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য বলে মনে করি।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রশিক্ষণ শাখা এবং জাতীয় কারিকুলাম ও টেকস্টবুক বোর্ডের মাধ্যমে সমান্তরালভাবে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার পথে বিরাট অন্তরায় বা বাধার সৃষ্টি করছে।

সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও পিটিআই-এর শিক্ষকমণ্ডলীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা কলাকৌশল সম্পর্কে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে আবার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর পরিচালকের সমমর্যাদা ও বেতনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রশিক্ষণ শাখায় একজন পরিচালক/এবং তার অধীনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর অনুরূপ পদ যথা উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, গবেষণা অফিসার ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করে জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষণ শাখার সৃষ্টি করা হয়। নবসৃষ্ট প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে ইউনেস্কো-ইউনিসেফের সৌজন্যে জাতীয় পর্যায়ে সমান্তরালভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে একদিকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় মারাত্মক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবে সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বর্তমানে এক দারুণ অব্যবস্থা ও অপচয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তদুপরি জাতীয় কারিকুলাম ও টেকস্ট বুক বোর্ড ও এর নিজস্ব কার্যক্রম যথা পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ইউনেস্কো ও ইউনিসেফের সৌজন্যে প্রাথমিক শিক্ষায় নবতর ধ্যান-ধারণা উদ্ভাবনের নামে পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

অবিশ্বাস্য হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রশিক্ষণ শাখা এবং জাতীয় কারিকুলাম ও টেকস্ট বুক বোর্ডের কর্মকর্তাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাবিহীন।

এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে নানা ধারার সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারায় জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে জাতীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি মাত্র ধারায় সঠিকভাবে সমগ্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে প্রকৃত বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ বেতন ও পদমর্যাদার অবমূল্যায়ন সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে আরও এক বাধা।

প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সর্বস্তরের শিক্ষা কর্মকর্তার পদমর্যাদা ও বেতনক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল, সেখানে তাদের বেতনক্রমকে নিচে ঠেলে দেয়ায় তাঁদের মধ্যে সঙ্গত কারণে মানসিক অশান্তি ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে সমগ্র প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।